উপন্যাস উপন্যাস

ভালোবাসা মরে যায়
মুগ্ধতা মরে না...

Avnmvb Kwei

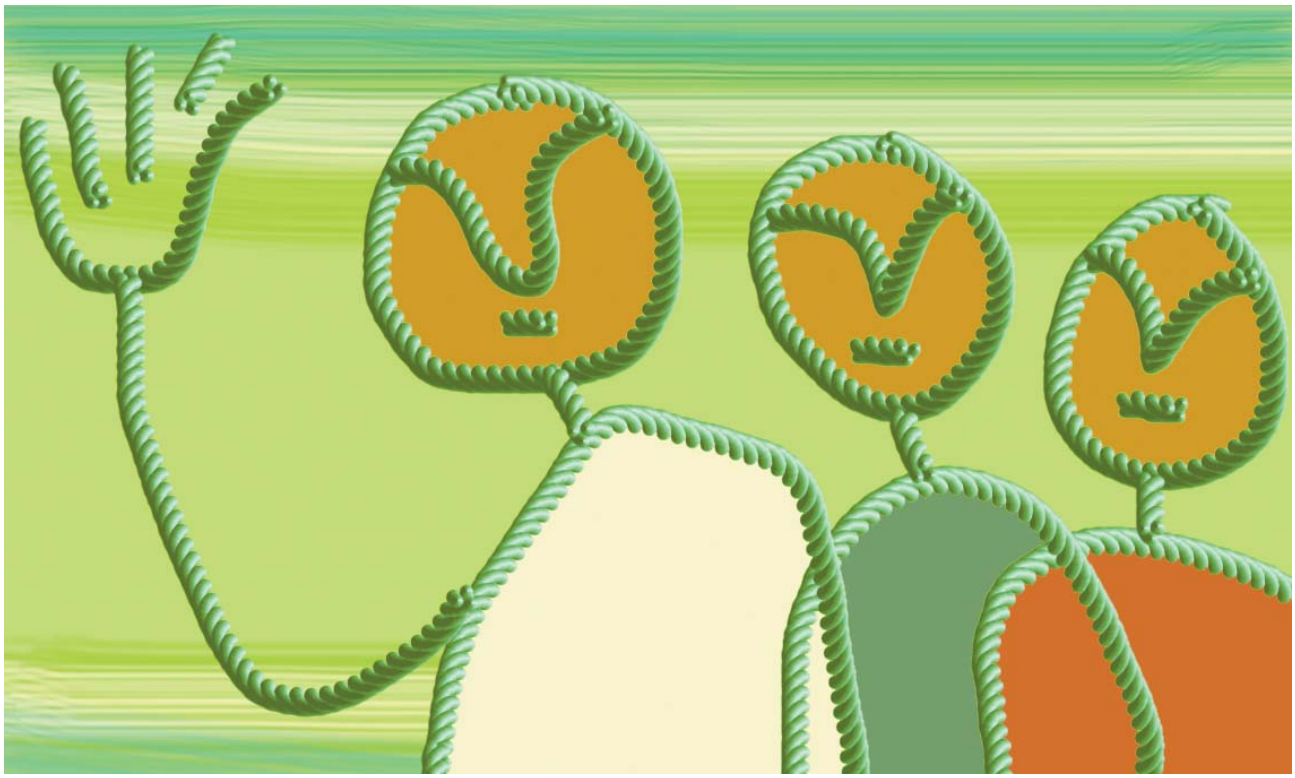

উপন্যাস উপন্যাস

বড় হয়ে যাচ্ছি
টাইম শেষ।
টা ই . . . ই . . . ই . . . ই . . . ম . . .
শে...এ...এ...এ...এ...ষ!

তোকে আমি খুন করে ফেলব শয়তান মার্কা এই ঝাড়িটা প্রতিধ্বনি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ধানমন্ডি লেকের একটা অংশ জুড়ে। নিজেদের কীর্তিতে খুশি হয়ে তারা আরো বেশি শব্দমুখর হয়ে ওঠে। তিনজন আবারো সমস্বরে চিৎকার করে 'টাইম শে...এ....এ...ষ।'

এরপর খুব দ্রুতগতিতে তারা হাঁটে। বাংলা সিনেমার কথিত নায়কের মতো। যেন ভিলেনকে সামনে পেলেই পিষে মেরে ফেলবে। এরই মধ্যে শুরু হয়ে যায় প্রতিক্রিয়া।

গাছের নিচে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে থাকা একটা জুটি ঝটপট উঠে দাঁড়ায়। মেয়েটা পোশাক ঠিক করে। ওড়নাটা ঘোমটা হিসেবে মাথায় তোলে। ছেলেটা অবাক হয়ে তিন জনকে হেঁটে যেতে দেখে। এই জুটির দেখাদেখি অন্য গাছের নিচে বসা জুটিটাও উঠে দাঁড়ায়। এই জুটির দুজন শশব্যস্ত হয়ে সামনের দিকে হাঁটা শুরু করে।

তারা তিনজন এটাই চেয়েছিল কি না তখনও বোঝা যায় না। তাদের ডায়ালগ কাম ঝাড়িটা নিমিষেই হুংকারে পরিণত হয়। মিছিলে স্লোগান তোলার মতো তারা আরো বেশি জোরে চিৎকার দেয় টা...ই...ই...ই...ম শে...এ...এ...এ...এ...ষ!

লেকের ধারে বসা আরো একটা জুটি উঠে দাঁড়ায়। লেকের আংশিক সবুজ পানির ধার দিয়ে হাঁটা আরেক জুটি খানিক হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। তাদের হাতে হাত রেখে হাঁটা থেমে যায়। তারা অবাক হয়ে দেখে স্কুল ড্রেস পড়া তিনজন হন হন করে হেঁটে যাচ্ছে। তিনজনের বাম পাশে সারিবদ্ধ গাছ। ছোটখাটো ঝোপঝাড়। প্রেমিক প্রেমিকারা সেখানে নড়েচড়ে ওঠে। তিনজনের ডানে লেকের ঢালের মুখে কিংবা তার নিচে যারা আছে তারাও কেমন যেন কেঁদে কেঁদে ওঠে। মাঝখান দিয়ে নির্বিকারভাবে হেঁটে চলে সেই তিনজন।

তিনজনের মধ্যে মাঝখানে হাঁটছিল ইমন। প্রথম জনের কাছে সে দুর্বল ইমনের লোক। তাই হয়তো তার নাম ইমন। প্রথম জন রানা। রানার বাবার নাম কাজি আনোয়ার হোসেন নয়। তবু তার নাম রাখা হয়েছে মাসুদ রানা। শেষ জন আসিফ। সৈয়দ মুহম্মদ আসিফুর রহমান। নামের মতোই খানিকটা ধার্মিক কিন্তু ইমনের চেয়ে আরো বেশি দুর্বল চিত্তের মানুষ। অন্তত রানা তাই ভাবে। টাইম শেষ বলে চিৎকার শুরু করেছিল রানা। ঝাড়ি খেয়ে তার সাথে গলা মিলিয়েছে ইমন। কিন্তু আসিফ? রানার মতে আসিফের লেডিজ হয়ে জন্মানো উচিত ছিল। রানা আর ইমনের কান্ড থেকে সে নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারেনি। তাই হাঁটছিল রুদ্ধশ্বাসে। তাল মেলাতে যেয়ে রানা আর ইমনকেও জোরে জোরে হাঁটতে হয়েছে।

লেকের এক প্রান্ত থেকে শুরু করে মাঝামাঝি এসে ইমন আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না। হেসে উঠলো ভাংচুর হাসি। আসিফও হাসা শুরু করলো। হাসি সংক্রামক রোগ। রানা নিজের ভাবটা বজায় রাখলো কিছুক্ষণ। ইমন হাসতে হাসতেই বললো, শালারা ধানমন্ডি লেকে প্রেম করতে আসে এই সাহস নিয়ে? টাইম শেষ সাউন্ড শুনে শালারা মনে করে তাদের প্রেমেরও টাইম শেষ!

এবার মুখ খোলে রানা। বলে 'ওদের আসলেই টাইম শেষ। এবার আমাদের শুরু। পরীক্ষা শেষ। এরপর তিন তিনটা প্র্যাকটিক্যাল। তারপর এই লেকের পাড়ে আইস্যা প্রথমে প্রেমের থিওরিটিক্যাল করুম আর মওকা মতো প্র্যাকটিক্যাল। এক্কেবারে সুমনের মতো।'

রানার শেষ কথাটা শুনে বাকি দু'জন নীরব হয়ে যায়। কান গরম হয়ে যায় আসিফের। খারাপ কথা শুনতে কিংবা খারাপ কাজের সঙ্গ তার ভালো লাগে না। আসিফ বলে 'পরীক্ষা শেষ। এক্ষুণি বাসায় যাওয়া উচিত। আম্মু চিন্তা করবে'।

'তু-তু-চু-চু-চু বাব্বু। ফিডার খাও? এক্কেবারে মায়ের পোলা। যা মার আঁচলের তলায় গিয়া ঢোক' কথাগুলো অবজ্ঞার স্বরে বলে ওঠে রানা। তারপর আবারও টিপ্পনি কাটে/ ঐ শালা- ইমনের বাপের কম্পিউটারে সুমনের সিডি আমাগো লগে তুইও তো দেখছস। আবার মসজিদের ইমাম হওনের খায়েস কেন?'

ইমন আর আসিফ কিছু বলে না। হাঁটতে হাঁটতে তারা ব্রিজের কাছে চলে আসে। ব্রিজ পার হয়ে তারা বঙ্গবন্ধু যাদুঘরের কাছে এসে দাঁড়ায়। এক লোক ছোট্ট দোকানে চা বিক্রি করছে। রানা তিন কাপ চায়ের অর্ডার দেয়। সেই সাথে একটা বেনসন।

আসিফ ভয়ার্ত চোখে রানার সিগারেট নেওয়া দেখে। ইমন আসিফের মুখ দেখে বুঝতে পারে সে ভয় পাচ্ছে। আসিফকে আরো একটু চমকে দেবার জন্য রানা ভস করে সিগারেটটা ধরায়।

আসিফ ওদের দু'জনকে রেখে সামনের দিকে হাঁটে। রাস্তা আর সবুজ ঘাসের লনটা পেরিয়ে সে লেকের ঢালের কাছে দাঁড়ায়। খানিকটা বিরক্তি আর ভয় নিয়ে আসিফ এদিক ওদিক তাকায়। কেউ দেখে ফেললো না তো? ভয়টা মন থেকে কাটাতে পারে না। চা দোকানের ছেলেটা তার কাছে চা নিয়ে এসে বলে, হেই স্যাররা পাডাইছে'।

আসিফ চায়ে চুমুক দেয়। মুখটাতে আরো এক রাশ বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বিস্বাদ চা। তাও আনতে আনতে বরফ হয়ে গেছে। হাতে কাপটা শক্ত করে ধরে চা ছুঁড়ে ফেলে সে। মন থেকে ভয় আর বিরক্তি ভাবটা কাটে না। ইমনের বাসার ঘটনাটা মনে পড়ে তার। জীবনের প্রথম ব্লু ফিল্ম দেখার স্মৃতি। তাও হোম মেড। খাঁটি বাংলা। ব্লুর নায়ক সুমন বাংলাদেশী পোলা ফাঁদে ফেলবার জন্য বদ ঐ পোলা প্রেমিকাদের সাথে একান্ত মুহূর্তের দৃশ্যগুলো গোপন ক্যামেরার মাধ্যমে ধারণ করে রেখেছিল। পরে সুমন সেটা মার্কেটে ছেড়ে দেয়। ছিঃ। দেখার সময় তার কেমন একটা অনুভূতি হয়েছিল। মনে হয়েছিল এই বুঝি ইমনের দাদী এসে বলবে কি করছিস রে? হার্টবিট বেড়ে গিয়েছিল আসিফের। যে কাজগুলোকে তার খারাপ মনে হয়, সেগুলো দেখলেই তার বুক কাঁপে। মনে হয় এখান থেকে পালিয়ে যাওয়াই ভালো।

লেকের ঐ পাড়ের গাছগুলোর দিকে তাকালো আসিফ। কাক ছাড়া অন্য কোনো পাখি চোখে পড়লো না। শহরে কি ঘুঘু ডাকে না? রানা আর ইমনের সাথে সে বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়েছিল ঘুঘুর ডাক শুনতে। যাবার পর সে বুঝতে পেরেছিল আসলে রানা আর ইমন ঘুঘুর ডাক শুনতে আসেনি। এসেছিল বোটানিক্যাল গার্ডেনের একটু ভেতরের দিকে গাছের নিচে যে সব জুটি বসে থাকে তাদের রংঢং দেখতে। তার ভাবনা শেষ হয় না। তার পাছায় ঠাস ঠাস করে চড় বসায় রানা। জিজ্ঞেস করে, মাম্মা এতো ভালো থাইক্কা লাভ কি?

ইমন হেসে ওঠে খুব জোরে। আসিফ বুঝতে পারে ইমনের হেসে ওঠার কারণ। সুমনের সিডিতে প্রেমিকার সাথে ঐ কাজ শেষে সুমন ঐ মেয়ের পাছায় এমন মেরেছিল। স্কুলে এই গল্প চালু হবার পর তারা একজন অন্যজনের পাছায় এভাবে মারতো। সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠতো অন্য সবাই।

আসিফের ভালো লাগে না। গনগনে দুপুরের সূর্যটা তাকে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে হয় ক্ষুধা পেয়েছে। পরীক্ষা শেষ হয়েছে দুই ঘণ্টা আগে। বাসায় না গেলে ওর মা এখানে সেখানে লোক পাঠাবে তাকে খুঁজতে। সে কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই হাঁটতে শুরু করে। তার পথ আটকানোর চেষ্টা করে ইমন। আসিফ গ্রাহ্য করে না। মনে হয় সে এমন করে হাঁটতে হাঁটতেই তার বাসা মোহাম্মদপুরে চলে যাবে।

ইমন ফিরে আসে। সে আর রানা লেকের পানির কাছে এসে দাঁড়ায়। রানা এদিক ওদিক তাকিয়ে কী যেন খুঁজতে থাকে। এরপর ফিরেও আসে আগের জায়গায়। তার হাতে দুটো ভাঙা ইট। তিনটে পাতলা ঢেলা। ইমন এই পাতলা ঢেলাকে বলে চারা। গায়ের জোর দিয়ে এমন একটা চারা ছুঁড়ে মারে রানা। পানির সমান্তরালে। সেই চারা পানির গায়ে যেন দৌড়ে চলে। পানিতে পড়ে। আবার দ্রুতগতিতে ছোটে। আবার পানি ছোঁয়। আবার ছোটে। তারপর ভুস করে ডুবে যায় লেকের পানিতে। অনেকটা ব্যাঙের লাফের মতো।

দৃশ্যটা পছন্দ হয়ে যায় ইমনের। সেও একটা চাড়া ছুঁড়ে মারে। রানার মতো এতো সুন্দরভাবে সেটা পানির সমান্তরালে ছুটে চলে না।

চোখ

টয়োটা করোলাটা এসে থামলো শাহবাগ আজিজ মার্কেটে। মম ভেবে পেল না এতো কিরিঞ্চি করে শেষমেশ কেন আজিজ মার্কেটে আসা? পৃথিবীতে খুব কম জিনিসকেই সে অপছন্দ করে। এর চেয়েও বেশি কম তার ঘৃণা। মম'র মা তাকে এখনও বলেন আমার এই মেয়েটির শরীর ভর্তি ভালোবাসা। মন ভর্তি ভালোবাসা। কিন্তু আজিজ মার্কেটেকে তার পছন্দ হয় না।

অপছন্দের কারণটা কি অন্য? মম'র কী কারো কথা মনে পড়লো? তাকে অপেক্ষায় রেখে যে

ছেলেটা আজিজ মার্কেটে এসে গাঁজা খেত, আড্ডা দিত তার কথা? সে কী আজও এসেছে মার্কেটে? মার্কেটের তিন আর পাঁচ তলার মাঝের জায়গাটাতে আড্ডা দিতো ছেলেটা। ফাঁকা ঐ চারতলায় কার পার্কিং হবার কথা। এখনও হয়নি। গাঁজার আড্ডাটা কী বন্ধ হয়েছে?

ভাবনায় ছেদ পড়ে খানিকটা। আহাদ তাকে নিয়ে দোতলার কোনায় একটা রেস্তোরাঁয় ঢোকে। ঢুকেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায় তার। ছোট্ট রেস্তোরাঁ। তাতে গিজ গিজ করছে মানুষ। আবারো তার মনে হলো এতো কিরিঞ্চি করে এখানে আসা কেন?

লালমাটিয়ায় মম'র অফিস থেকে তাকে গাড়িতে তুলে প্রথমে আড়ং-এর উপরে যে রেস্তোরাঁটা আছে সেখানে যেতে চেয়েছিল আহাদ। কী মনে করে সেখানে না যেয়ে আহাদ বনানীর দিকে যেতে চেয়েছিল। মহাখালী পর্যন্ত যেয়ে আহাদ তার সিদ্ধান্ত বদলায়। চলে আসে আজিজ মার্কেটে। মম কোন কথা বলে না।

: চুপচাপ কেন?

: খাবার এই জায়গাটা আমার পছন্দ হয়নি।

: বাংলাদেশ তো এমনই। জায়গা ছোট, মানুষ বেশি।

: দেশপ্রেমিক মনে হচ্ছে।

: নিঃসন্দেহে। ছোটকালে নিয়মিত বাংলা ছবি দেখতাম। বহুদিন কেরুর মদ খেয়েছি। এ সবই দেশপ্রেম। তবে বছর খানেক হয়ে গেল আমি শুধুমাত্র মম'র প্রেমিক।

: এইসব ছেলেমানুষি আমার কঠিন অপছন্দ।

: তাও তুমি আছ বলে। এই টেবিলে তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ বসেনি। আর সব টেবিল ভর্তি। ঠিক না মম?

: দূরপাল্লার বাসের মতো। লেডিস থাকলে তার পাশের সিটটা আরেকজন লেডিসের জন্য খালি রাখা হয়। এক ধরনের ভারসাম্য আর কী!

: রেস্তোরাঁর নামটা কী?

: হৃদয় বা অন্তর টাইপের কিছু একটা।

: কী এমন স্পেশাল ডিশ আছে এই রেস্তোরাঁর?

: ভাজি ভর্তা লুচি-ভাজি আর পায়েস?

: আহাদ, আসলে আজিজ মার্কেটে আসলে কেন?

: ধর ব্যবসা শুরু করতে চাও। কোথাও জায়গা না পেলে আজিজে পাওয়া যাবেই। প্রেম করতে চাও, আড্ডা কিংবা নেশায় ডুবতে চাও এখানে আসলেই পাবে। তবে ব্যবসা বা প্রেম শুরু করার জন্য জায়গাটা নাকি চমৎকার।

: কী রকম?

: ব্যবসায় লস আর প্রেমে ছ্যাকা যেভাবেই দেউলিয়া হও, এখানে থাকতে তোমার খুব একটা অসুবিধা হবে না। দোকান বা অফিস লাটে উঠলে পুরো মার্কেটটাই হয়ে যাবে তোমার আড্ডাবাজির জায়গা। আর সব কিছু ভালো হলে তো জাতে উঠলে। তখন নতুন কোথাও উঠে যাওয়া যাবে। জাতে উঠলে কেউ আর আজিজে আসে না।

: প্রেম শুরুর এক বছর পর তুমি আজ এলে কেন আহাদ?

: আসলে কোন কারণ নেই। আমার ছেলেটার পরীক্ষা শেষ হলো আজকে। প্র্যাকটিকাল বাকি আছে। ইচ্ছে ছিল আমি, তুমি আর ও একসাথে বসবো কোথাও। ব্যাটে- বলে হলো না।

: কেন?

: পরীক্ষা শেষ হবার পর ওর বাসায় ফিরে যাবার কথা ছিল। ছেলেটা তখনও বাসায় ফেরেনি। শেষমেশ বাসা থেকে কাছের একটা ভেন্যু বেছে নিলাম। বাসায় আসা মাত্র টেলিফোন পাবো। চলে আসতে বলবো। ছেলেটা মাঝে মাঝে এমন কিছু পাগলামী করে। বলা নাই কওয়া নাই যা মনে আসে তাই করে। হয়তো আরো দু ঘণ্টায় সে বাসায় ফিরবে না। ওর মার মতো পাগল হয়েছে!

: ওর মা কি পাগল ছিল? পাগলামী রোগেই কি শেষমেশ মারা গিয়েছিল? এই তথ্য তুমি আগে কিন্তু কখনও দাওনি।

বেয়ারা খাবার নিয়ে আসে। টাকি ও চিংড়ি মাছ ভর্তা, আলু, পটল ও করল্লা ভাজি, গরুর মাংস। খাবারের প্লেট টেবিলে দিয়ে বেয়ারা জানতে চায়, মাছ মাংস কী খাইবেন স্যার?

আহাদ আর মম ফট করে সিদ্ধান্ত জানাতে পারে না। বেয়ারাকে বলে দেয়া হয় আরেকটু পরে আসুন।

তারা খাওয়া শুরু করে। মম প্রসঙ্গটা আবারো তোলে।

: পাগল হয়ে মারা যাবার প্রসঙ্গটা কিন্তু কখনও বলোনি।

: এখনও বলেছি নাকি? বলেছি ছেলেটার মধ্যে ওর মার মতো পাগলামি আছে। তুমি এটার সাথে পাগলামি রোগে মৃত্যুটা মুহূর্তেই মিলিয়ে ফেললে? গুবলেট।

: গুবলেটটা কিন্তু একটা মজার খাদ্য। মুরগির গিলা-কলিজা, চামড়া আরো অনেক জিনিস দিয়ে পাকানো হয়। পুরান ঢাকাতে পাওয়া যায়। খেয়েছ গুবলেট?

: সুযোগ পেলেই মম তুমি আমার ঐ একমাত্র ঘটনাটা তুলে আমার সাথে আলাপ করতে চাও। এই প্রসঙ্গ কী এর আগে এক কোটি বার আলোচিত হয়নি?

: তাহলে কি অন্য প্রসঙ্গ? বিয়ের দিন তারিখ নির্ধারিত করার বৈঠক আজ তোমার আমার?

: এ প্রসঙ্গটাও বলেছি। ছেলেটার সাথে আমাদের গেট টুগেদারের প্ল্যান ছিল।

এরপর সরষে বাটা ইলিশের অর্ডার দেয় আহাদ। খেয়ে দেয়ে এক সময় উঠে যায় তারা। গাড়িতে ওঠার আগে মম'র মনে হয় এই বুঝি সেই গাঁজাখোর ছেলেটার মুখোমুখি হবে সে। ছেলেটি কী তখন জানতে চাইবে ঐ লোকটা কে? তোমার নতুন প্রেমিক? সেই ছেলে কী জানে মম এখন ষোল বছরের ছেলে আছে এমন এক লোকের সাথে প্রেম করছে? বিয়ে হবে কয়দিন পর?

আহাদের মনে অবশ্য তেমন কোনো ভাবনা আসে না। গাড়ি চলা শুরু করে। নিজের ছেলেকে একটা কঠিন সারপ্রাইজ দেবার ইচ্ছে ছিল আহাদের। হলো না। শাহবাগের মোড়ে দাঁড়িয়ে

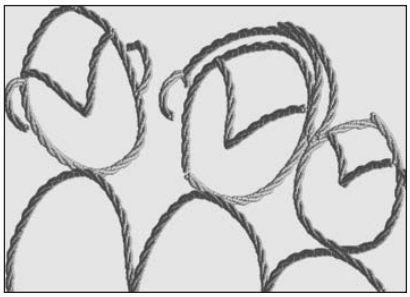

থাকে গাড়ি। আজিজ মার্কেটের আড্ডার মতো শাহবাগে নিয়মিত দেখা যায় গাড়ির আড্ডা। জ্যাম। অসহ্য লাগে আহাদের। হঠাৎ মনে হয় মম আর তার মাঝে আরো একজন মানুষের চোখ আছে।

কে সে?

খোকন মামা

আজ বাসাতেই শেভ করেছে ইমন। বাসাতে তার প্রথম শেভ। অবশ্য তার একমাত্র ফুপি ইয়ার্কি করে যেদিন কিছু দাড়ি কেটে নেয়, কি যে বাজে অনুভূতি হয়েছিল তার! কি যেন নেই। সবাই নিশ্চয় তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। ছিঃ ছিঃ। প্রথম শেভ ইমন সেদিন সেলুনেই সেরেছিল। বাসা থেকে সেলুনে যাবার সময় তার মনে হয়েছিল রাস্তার সব লোক তাকে খুব আগ্রহ নিয়ে দেখছে। হয়তো মনে মনে হাসছেও। মাফলার দিয়ে মুখমন্ডল পেচিয়ে রাখতেও ইচ্ছে জেগেছিল তার।

বাসাতে প্রথম শেভে সে সময় লাগালো অনেকক্ষণ। রেজার ছাড়া কোনো কেনাকাটা তাকে করতে হয়নি। আর সবই তার বাবার জিনিস। প্রথম যেকোনো জিনিস মানুষ হয়তো খুব যত্ন নিয়ে করে। ইমনও তাই করলো। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে ফ্রেশ একটা গোছল দিয়ে বাথরুম থেকে বেরুলো সে। খুব সাবধানে শেভ করেছে। কেটে মেটে গেলে আরেক ঝামেলা বাধতো।

নাস্তা সেরে ইমন ভাবলো বাবার কম্পিউটার নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করবে। কিন্তু মন টানলো না। কতোক্ষণ গেম খেলে কিংবা ইন্টারনেটে সময় কাটানো যায়? চ্যাট করতে বসলেও ঝামেলা। বেশিরভাগ মেয়েরা আজকাল মোবাইল নম্বর চায়। ইমনের তো কোনো মোবাইল নেই। রানার কিন্তু আছে। রানা চ্যাট করে না। ইন্টারনেট নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে না, কিন্তু তার মোবাইলে অনেক মেয়েরা রিং করে। মিসকল দেয়। কী খাচ্চর খাচ্চর মেসেজ পাঠায়। দুই একটা মেসেজ আবার রানা ইমনকে পড়ায়।

পরীক্ষা শেষ হবার আগে ছিল এক ধরনের ব্যস্ততা। গত দু'মাসে কোনো কাজই ছিল না। ইমনের কতো প্ল্যান ছিল। দেশের বাইরের কলেজগুলোর সাথে যোগাযোগ করবে। আই ই এল টি এস, স্যাট কিংবা জি আর ই যে ধরনের পরীক্ষাই দিতে হোক না কেন সে দেবে। তার বাইরে যাওয়া চাই-ই-চাই।

গত দু'মাসে ইমন তার এই প্লানিং কিংবা রোমান্টিসিজম থেকে একেবারেই সরে আসেনি।